## সুলতানী যুগ - সালগ সূড় প্রবন্ধ এবং দেশী শাস্ত্রীয় সংগীত।

হিন্দুস্থানী সংগীতের সূচনা হয়েছিল সুলতানী যুগে এবং সর্বাধিক উন্নতি দেখা দিয়েছিল মুঘল যুগে।

এই সময়কালের মধ্যে রচিত কিছু মূল্যবান গ্রন্থের মাধ্যমে তৎকালীন বহু গুণী শাস্ত্রজ্ঞ এবং সংগীত বোদ্ধাদের পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থের মাধ্যমে (যেমন শারঙ্গদেবের সংগীত রত্নাকর গ্রন্থ থেকে ) তৎকালীন ভারতীয় সংগীতের বিশেষ রূপের পরিচয় পাওয়া গেছে। আলাউদ্দীন খিলজী সংগীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হওয়ার ফলে তাঁর রাজত্বকালে (১২৯৬ - ১৩১৬ খ্রীঃ) বহু গুণী সংগীত শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিল। যেমন আমীর খসরু, (এই শিল্পী সৃষ্ট একটি বিশেষ রাগ ইমন যা এখনও আমাদের কাছে চির ভাস্বর।) বৈজু বাওরা, গোপাল নায়ক, সুলতান হুসেন শর্কী (১৪৫৮-১৪৯৯), রাজা মান সিংহ তোমর (রাজত্বকাল-১৪৮৫-১৫১৭খ্রীঃ ) প্রমুখেরা।

মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালকে (১৫৫৬ - ১৬০৫ খ্রীঃ) সংগীত কলার স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই যুগে সাহিত্য, স্থাপত্য, শিল্প, চিত্রকলা ও সংগীতের বিকাশ ঘটে। এই সময় ভারতীয় সংগীতের উপর যবন সংগীতের প্রভাব পড়তে শুরু করে ফলে হিন্দুস্থানী সংগীত ও যবন সংগীতের সংমিশ্রণ ঘটে। কারণ - আরব ও পারস্য থেকে যবন ও মুসলিমগণ ভারতবর্ষে তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। রাজসভায় বিভিন্ন জাতের গায়কদের সমাবেশ ঘটে। ফলে ভারতীয় সংগীতের নব অধ্যায় এর সূচনা হয়।[১৬]

**সালগ সূড় প্রবন্ধ** - ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে শারঙ্গদেবের সময়ই প্রবন্ধ সংগীতের সূড় প্রবন্ধ, আলি প্রবন্ধ, বিপকীর্ণ প্রবন্ধের প্রচলন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। শুধুমাত্র এই সময় সালগ সূড় শ্রেণী প্রবন্ধের প্রচলন ছিল। [সং:মূ:বক্তৃতামালা (প্র : খন্ড) পৃ ঃ ২৭]
যে সব প্রবন্ধ সংগীতে শুদ্ধ সংগীতের ছায়াপাত ঘটে তাকে সালগ সূড় প্রবন্ধ বলে। প্রাচীন শুদ্ধ সূড়ের বিবর্তিত রূপ ছিল সালগ সূড়। সালগ সূড় শ্রেণীর অর্ন্তগত সাতটি প্রবন্ধ ছিল। যথা - ধ্রুব ,মঠ, প্রতিমঠ ,নিঃসারুক ,অড্ডতাল ,রাসক ,একতালী ।
এই ধ্রুব নামক প্রবন্ধ থেকেই পনেরশ শতকে ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদের সৃষ্টি হয়েছিল।

**দেশী শাস্ত্রীয় সংগীত** - গান্ধর্ব গান বা মার্গ সংগীত বিবর্তনের মাধ্যমে জনসাধারণের বোধগম্যের জন্য সহজ হতে থাকে অর্থাৎ প্রাচীন কালে সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য যে সহজ, সরল গানের রীতির প্রচলন হয়েছিল তাকে দেশী শাস্ত্রীয় সংগীত বলা হতো। এই শ্রেণীর গায়কেরা শাস্ত্রীয় বিধি মেনে সংগীত পরিবেশন করতেন।[১৭]

## মুঘল যুগ - হিন্দুস্থানী সংগীতে বিভিন্ন শৈলী ও ঘরানার বিকাশ।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবন পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রাচীন প্রবন্ধের আন্তঃমিশ্রণে উত্তর ভারতে বিভিন্ন রাগাশ্রিত গীতশৈলীর সৃষ্টি হয়। ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শুরু থেকেই উত্তর ভারতে প্রবন্ধ, ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, চতুরঙ্গ, টপ্পা, ঠুমরী, সাদরা ইত্যাদি গীত শৈলীর সৃষ্টি হতে থাকে। নিম্নলিখিত অংশে এই গীতশৈলী গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল ঃ-
**প্রবন্ধ** - এটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা চার তুক বিশিষ্ট মধ্যযুগীয় রাগ সংগীত।

**ধ্রুপদ** - সালগ সূড় প্রবন্ধ থেকে ধ্রুপদের সৃষ্টি হয়েছিল। সালগ সূড় প্রবন্ধ ১২ শ থেকে ১৪শ খৃষ্টীয় শতক পর্যন্ত ধ্রুব পদ গান নামে প্রসিদ্ধ ছিল।[১৮] কারণ ওই সময় রাগ তালে নিবদ্ধ সকল গীত প্রবন্ধকে পদ গান বলা হত। সালগ সূড় প্রবন্ধের সাতটি

প্রকার ভেদ। যথা--ধ্রুব, মঠ, প্রতিমঠ, নিঃসারুক, অড্ডতাল, রাসক, একতালী। এগুলি সবকটিই ছিল রাগ তালে নিবদ্ধে পদ গান। সালগ সূড়ের প্রথম প্রকার ভেদের নামানুসারে অর্থাৎ ধ্রুব'র নামানুসারে এই সাত প্রকার সালগ সূড় প্রবন্ধকে ধ্রুব পদ গান এবং রচনাটিকে ধ্রুবপদ বলা হত। গোয়ালিয়র অঞ্চলের ধ্রুব পদকে ব্রজভাষায় ধ্রুপদ বলা হত। ১৫শ শতাব্দিতে গোয়ালিয়র রাজ্যের রাজা ছিলেন মান সিংহ তোমর (১৪৮৫--১৫১৬ )। তিনি তার রাজ্যে প্রচলিত ধ্রুব পদ গান কে দরবারী ধ্রুপদ শৈলীতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এই কাজে তাঁর দরবারী সংগীতজ্ঞরা এবং নায়ক বখসু ও সম্রাট তানসেনও সহায়তা করেছিলেন।

**ধ্রুপদের ভাষা** - শুদ্ধ ব্রজ ভাষা বা খোড়ী বোলি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধ্রুপদ কে মার্গ গীত বলা হতো।

**ধ্রুপদে চারটি তুক** - ধ্রুব (স্থায়ী ), অন্তরা, ভোগ (সঞ্চারী ), এবং আভোগ।

**ধ্রুপদের বিষয়বস্তু** - প্রকৃতি বর্ণনা, দেব মহিমা বর্ণনা, নায়কের গুণ বর্ণনা, নায়কের প্রশংসা, নায়ক নায়িকা ভেদ ইত্যাদি।

**ধ্রুপদের প্রযোজ্য তাল** - একতালি (অর্থাৎ পরবর্তীকালে যা চৌতাল) ,সুলতাল (সুরফাঁকতাল) , ঝম্পতাল (ঝাঁপতাল) , তেওড়া বা তীব্রা তাল, গীতাঙ্গী এবং শিখর তাল এছাড়াও অপ্রচলিত কিছু তাল।

**ধ্রুপদে ব্যবহৃত রাগ** - প্রচলিত যেকোনো রাগ ধ্রুপদের পক্ষে উপযুক্ত।

**ধ্রুপদের বাণী** - বাদশাহ আকবরের সময় থেকেই ধ্রুপদে চার প্রকার বাণীর প্রচলন আছে। এই বাণী গুলির নাম ও তাঁদের প্রতিষ্ঠাতার নাম তালিকার আকারে নিম্নলিখিত হল ঃ-

| **বাণীর নাম --** | **প্রবর্তকের নাম --** |
|---|---|
| গৌড়হার বা গৌড়ীয় বাণী-- | তানসেন প্রবর্তন করেন। তিনি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই তাঁর বাণীর নাম গৌড়ীয় বাণী। |
| ডাগর বাণী-- | বৃজচন্দ্র প্রবর্তন করেন। দিল্লীর নিকটে দ্বিগড় বা ডাগর নামক স্থানের নামানুসারে এই বাণীর নামকরণ হয় ডাগর বাণী। |
| খান্ডার বাণী-- | রাজা সমোখন সিংহের বাসস্থান অর্থাৎ রাজস্থানের মালব অঞ্চলের খন্ডহার নামক স্থানের নামানুসারে এই বাণীর নাম খান্ডার বাণী হয়। |
| নৌহার বাণী-- | শ্রী চন্দ্র প্রবর্তন করেন। পাঞ্জাবের নৌহার নামক স্থানানুসারে এই বাণীর নাম নৌহার বাণী। |

**ধমাল/ধামার** - বর্তমান ধামার এর প্রাচীন রূপ চাঁচর বা চচ্চরী, এই 'চচ্চরী' প্রবন্ধের বিপ্রকীর্ণ শ্রেণীর অর্ন্তগত ছিল। এই প্রবন্ধ মূলত বসন্ত উৎসবে, প্রাকৃত বা দেশীয় ভাষায় ও ১৬ মাত্রা যুক্ত দেশী তালে গাওয়া হত। চচ্চরী প্রবন্ধের গ্রাম্য রূপকে চাঁচর গান বলা হত।[১৯]

**খেয়াল -** খয়াল থেকে খেয়াল শব্দটি রূপান্তরিত হয়েছে। খয়াল উদ্ভুত হয়েছে প্রাচীন 'কৈবাড়'বা 'কায়বল' প্রবন্ধ থেকে। এটি নানা ভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা - খয়াল, খিয়াল, খেয়াল এবং খ্যাল। 'খেয়াল'শব্দটি আরবীয় শব্দ যার অর্থ 'কল্পনা'। খয়াল অভিজাত দরবারী গীত শৈলী। খেয়াল পরিবেশনের ক্ষেত্রে নিয়ম নীতি ও নির্দিষ্টতা ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে খয়াল সৃষ্টির কারণ রূপে 'চুটকল' নামক প্রাচীন সংকীর্ণ জাতীয় প্রবন্ধকে স্বীকার করা হয়েছে। জৌনপুরের প্রচলিত দুই তুক বিশিষ্ট স্বরালংকার দ্বারা নির্মিত কৌশলপূর্ণ গীত ছিল চুটকল।[২০]

**চতুরঙ্গ** - এই রূপ গীতে চারটি অঙ্গ থাকে। এগুলি হল খেয়াল, তারানা, সরগম, ত্রিবট। প্রথম অংশে অর্থযুক্ত গীতের পদ থাকে। দ্বিতীয় অংশে তারানার পদ থাকে, তৃতীয় অংশে চতুরঙ্গটি যে রাগে নিবদ্ধ সেই রাগের সরগম থাকে। শেষ অংশে মৃদঙ্গের বোল থাকে। এটি খেয়ালের মতই গাওয়া হয়।[২১]

**টপ্পা** - টপ্পা ক্ষুদ্রাকৃতির শৃঙ্গার রসাত্বক প্রেমগীতি। ধুন-জাতীয় রাগ, পাঞ্জাবী ভাষা এবং পাঞ্জাবী, যৎ, আদ্ধা, ত্রিতাল, টপ্পা ইত্যাদি তাল ব্যবহার করা হয়। পাঞ্জাবী টপ্পায় 'জমজমা' (ক্ষুদ্রাকৃতির দ্রুত তান যা অবরোহ গতিতে প্রযুক্ত হত) মূল উপজীব্য বিষয়।

**ঠুমরী** - শৃঙ্গার-রসাত্মক, ভাবপ্রধান, লঘু প্রকৃতির শাস্ত্রীয় সংগীত। ঠুমরীর সাথে উত্তর প্রদেশের নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের নাম ওতোপ্রোত ভাবে যুক্ত । একমাত্র তিনিই প্রথম তাঁর দরবারে এই লঘু প্রকৃতির সংগীতকে স্থান করে দিয়েছিলেন। যদিও নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের জন্মের বহু পূর্বে (আনুমানিক ১৭ শ শতকে) ঠুমরীর অস্তিত্ব ছিল। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহর পূর্বে ঠুমরীর তিন রকম রূপের প্রচলন ছিল। এগুলি হল - ১)খড়ী ঠুমরী, ২) সরল ঠুমরী,
**২)** ঘনাক্ষরী ঠুমরী।

৩) পরবর্তীকালে ঠুমরীর দুটি শ্রেনী বিন্যাস করা হয়। -

(ক) পশ্চিমী অথবা পঁছাওয়া শৈলীর ঠুমরী (খ) পূর্ব শৈলীর ঠুমরী।

(ক)পশ্চিমী অথবা পঁছাওয়া শৈলীর ঠুমরী - এর মধ্যে খয়াল ভঙ্গি ও টপ্পা ভঙ্গির ঠুমরীর প্রচলন বেশি।

(খ) পূর্ব অথবা পূর্বীয়া শৈলীর ঠুমরী - এই জাতীয় ঠুমরীতে সরল ঠুমরী, খড়ী ঠুমরী, ঘনাক্ষরী ঠুমরী এবং ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কহন ঠুমরী, লচাও ঠুমরী, প্রভৃতি প্রচলিত হতে থাকে।

**সাদরা -** গীতরীতিটি দুই তুক বিশিষ্ট, সুলতাল, ঝাঁপতাল প্রভৃতি তালে নিবদ্ধ। মধ্যলয়ে গাওয়া হয়। প্রাচীনকালে এটি গায়ন সময়ে আলাপ, তান ইত্যাদি ব্যবহার করা হত না। যে সকল রাগ ধ্রুপদে ব্যবহৃত হয় সেই সকল রাগই সাদরা গানে ব্যবহারযোগ্য। বিস্তার, বাঁট, বোলতান সহযোগে গাওয়া হয়। [২২]

## ঘরানার বিকাশ

মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭ খ্রীঃ) আগে পর্যন্ত উত্তর ভারতীয় সংগীতে 'ঘরানা' শব্দটির প্রচলন ছিল না। ছিল পরম্পরা এবং সম্প্রদায়। 'সম্প্রদায়' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ হলো : 'সম' উপসর্গ 'প্র'পূর্বক 'দা' ধাতু 'ঘঙ' প্রত্যয়। 'সম' উপসর্গের অর্থ 'সুন্দর', 'সংগতিপূর্ণ'। 'প্র'এর অর্থ প্রকৃষ্ট,'দা' এর অর্থ 'দান করা' অর্থাৎ সুন্দর সংগতিপূর্ণ বিষয় বা বিদ্যা প্রকৃষ্ট রূপে বা পদ্ধতিগত ভাবে যারা অপরকে দান করেন তাঁরা সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত।[২৩]

সুলতানী যুগ (১১৯২-১৫২৬ খ্রীঃ) এবং মুঘল যুগ (১৫৫৬-১৭৫৭খ্রীঃ) ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ রূপে চিহ্নিত। উত্তর ভারতে মন্দিরাশ্রিত সংস্কৃতি সুলতানী যুগে ধ্বংস হয়ে বিস্তারিত হয় গায়ক বাদক নর্তক পরম্পরা এবং উত্তর ভারতে নানা স্থানে

যেমন - উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, মুম্বই, পুনা, সতারা (মহারাষ্ট্র), পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, বাংলায় (অখন্ড বঙ্গে) বিস্তৃত হয় দরবারাশ্রিত সংগীতের প্রভাব। [২৪]
তৎকালীন অখন্ড বাংলায় দরবারাশ্রিত সংগীতের চর্চিত স্থান - বিষ্ণুপুর, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, নাটোর, মুর্শীদাবাদ, আগরতলা, ঢাকা, মুক্তাগাছী, রাণাঘাট, গুপ্তিপাড়া (হুগলী), চুঁচূরা প্রভৃতি।

মুঘলযুগে সংগীত ব্যবসায়ীদের মধ্যে 'পরম্পরা' শব্দটি প্রচলিত ছিল। নিম্নলিখিত অংশে পরম্পরার শ্রেনীবিন্যাস দেখানো হল। যথা - (ক) গায়ক পরম্পরা (খ) বাদক পরম্পরা (গ) নর্তক পরম্পরা (ঘ) নাট্য পরম্পরা।
গায়ক পরম্পরা আবার দুটি ভাগে বিভক্ত যথা - (১) কলাবন্ত বা ধ্রুপদ গায়ক পরম্পরা। (২)কওলবচ্চে বা খেয়াল গায়ক পরম্পরা।[২৫]

সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর সময়ে (১২৯৬ - ১৩১৬ খ্রীঃ) খয়াল গায়কদের 'কওয়াল' এবং মুঘল সম্রাট আকবরের সময় (১৫৫৬-১৬০৬খ্রীঃ) ধ্রুপদ গায়কদের 'কলাবন্ত' বলার রীতি প্রচলিত ছিল।

মুঘল বাদশাহ আকবরের রাজত্বকাল থেকেই 'ঘরানা' শব্দটির উৎস হয়েছে যে তা বলা চলে। ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ মহাশয় তাঁর গ্রন্থ হিন্দুস্থানী সংগীতে ঘরাণার ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে বলেছেন 'ঘরানা' শব্দটি অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে ব্যবহৃত হতে থাকলেও তার উৎস কিন্তু মুঘল সম্রাট আকবরের অনেক আগে থেকেই পাওয়া যায়।'[২৬]

মুগল রাজত্বের শেষের দিকে দিল্লীর দরবার ভেঙ্গে গেলে সমগ্র ভারতে ছোট ছোট রাজা বা নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন স্থানে দিল্লীর সঙ্গীতজ্ঞরা আশ্রয় লাভ করেন।যেমন - তানসেনের বংশধরের কিছু পূর্ব দিকে এবং কিছু কাশীতে আশ্রয় লাভ করেন, শিষ্য

বংশীয়রা বিভিন্ন (রাজাদের সভায়) স্থানে আশ্রয় লাভ করেন। যেমন - গোয়ালিয়র, রামপুর, জয়পুর, লখনৌ প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় লাভ করেন। এই সব স্থানের নামানুসারে এবং সময়ের সাথে সাথে সংগীত ইতিহাসে গুরু শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরায় ঘরানার বিকাশ ঘটে।

**ঘরানা** - ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে 'ঘরানা' শব্দটি খুব একটা প্রাচীন নয়। আলাউদ্দীন খিলজীর সময় থেকে এটি প্রকাশ পায়।[২৭]

'ঘরানা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'গৃহ' বা 'ঘর' শব্দ থেকে। 'ঘর' শব্দের অর্থ বংশ। 'ঘরানা' শব্দের অর্থ 'বংশ বৈশিষ্ট্য' বলা চলে। অর্থাৎ ঘরানা হল - গায়ন ও বাদন শৈলীর বৈশিষ্ট্য তথা গায়ক বাদকের নির্দিষ্ট প্রয়োগ কৌশল। এই প্রয়োগ কৌশল বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় তিন প্রজন্ম ধরে প্রচলিত হলে ঘরানার সৃষ্টি হয়। ঘরানার প্রবক্তার নাম ও বাসস্থানের নামানুসারে ঘরানার নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন - গোয়ালিয়র ঘরানা, আগ্রা ঘরানা, কিরানা ঘরানা এবং ব্যক্তির নামানুসারে আল্লাদিয়া খাঁর ঘরাণা, ইমদাদখানি ঘরানা ইত্যাদি।

ধ্রুপদ সৃষ্টির পূর্বকাল হতে ঘরানার নামকরণ হতে থাকে। হিন্দুস্থানী সংগীতের অর্ন্তগত ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা প্রভৃতি গীতশৈলীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ঘরানার নাম পাওয়া যায়।

আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে খেয়াল ঘরানার উদ্ভব হয়। হিন্দুস্থানী সংগীতে খেয়ালের পূর্বে ধ্রুপদের প্রাধান্য ছিল, এই ধ্রুপদ শৈলীর সংগীতজ্ঞেরা প্রাচীনকালে চারটি বাণ বা বাণীতে ধ্রুপদ পরিবেশন করতেন। এই বাণী গুলির উৎপত্তির কারণ হিসেবে বহু মতামত প্রচলিত ছিল।

তার মধ্যে একটি মতামত হল - প্রাচীনকালে ধ্রুপদের চার বাণীর সৃষ্টি হয়েছিল প্রবন্ধের অর্ন্তগত পাঁচটি গীতির দ্বারা। এই গীতি গুলি হল যথা - শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা, সাধারণী ।[২৮]

গওহর বাণী ধীর গতি সম্পন্ন, শান্ত প্রকৃতির। এই বাণীর সাথে ভিন্না গীতির মিল পাওয়া যায়। ভিন্না গীতরীতি থেকেই এই বাণীর উদ্ভব ঘটেছে।

ডাগর বাণীর সাথে শুদ্ধা গীতির মিল পাওয়া যায়। এই বাণী ছিল সরল ও অলংকার বিহীন ললিতস্বরযুক্ত।

খান্ডার বাণীর সাথে মিল পাওয়া যায় গৌড়ী গীতি প্রবন্ধর। এই বাণীতে তিনটি সপ্তকের ব্যবহার সমান ভাবে করা হতো।

নওহর বাণীর সাথে বেসরা গীতি প্রবন্ধের মিল পাওয়া যায়। এই বাণীর বৈশিষ্ট্য দ্রুতলয়ে স্বরের বৈচিত্রময় আরোহণ ও অবরোহণ করা।

অন্যমতে - মুঘল সম্রাট আকবরের দরবারে যে সকল ধ্রুপদ গায়কেরা সংগীত পরিবেশন করতেন তাঁদের বাসস্থানের নামানুসারে ধ্রুপদের এই চার বাণ/বাণীর উৎপত্তি হয়েছে। যেমন - গওহর বাণীর প্রবর্ত্তক মিঞা তানসেন তিনি পূর্বে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁর জামাতা খান্ডার গ্রাম নিবাসী , প্রসিদ্ধ বীণকার সমোখন সিং যিনি পরবর্তীকালে নওবাদ খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন তাঁর বাণীর নাম খান্ডার/খন্ডহার। ডাগড় গ্রাম নিবাসী বৃজচন্দ্র ছিলেন ডাগড় বাণীর প্রবর্ত্তক এবং নওহর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন শ্রীচন্দ্র, নওহর বাণীর প্রবর্ত্তক।[২৯]

**গায়ক ঘরানা** - (খেয়াল ঘরানা) - আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে খেয়াল ঘরানার উদ্ভব হয়। যেমন - গোয়ালিয়র, আগ্রা, পাতিয়ালা, আল্লাদিয়া খাঁর ঘরাণা, দিল্লী, বিষ্ণুপর, কিরাণা ইত্যাদি। নিম্নলিখিত অংশে ঘরানা গুলির বিবরণ দেওয়া হল ঃ-

**গোয়ালিয়র ঘরানা** - উস্তাদ নত্থন পীরবক্স গোয়ালিয়র ঘরানার প্রবর্ত্তক। প্রথমে লখ্নৌ এবং পরবর্তীকালে চিরকালের মতো গোয়ালিয়রে বসতি স্থাপন করেন। সেই সময় গোয়ালিয়র সংগীতের একটি প্রধান পীঠস্থান রূপে চিহ্নিত হয়। এই ঘরানা গোয়ালিয়র ঘরানা নামেই পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে তাঁর দুই পৌত্র হসসু এবং হদদু খাঁ

এই ঘরানার সুপ্রসিদ্ধ গায়ক রূপে বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেন । এই ঘরানার বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে আধুনিক কালে শঙ্কর রাও পন্ডিত , রাজাভাইয়া পুছওয়ালে , ওঙ্কারনাথ ঠাকুর , বিনায়ক রাও পট্টবর্ধন , বি.আর.দেওধর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এই ঘরানার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য - ধ্রুপদাঙ্গের চলন, মিড়, গমকযুক্ত তান এবং বোলতানের প্রয়োগ।

আগ্রা ঘরানা -- এই ঘরানার প্রবর্তক হাজি সুজান খাঁ, নত্থন পীরবক্সের শিষ্য ঘগ্‌গে খুদাবক্স গোয়ালিয়রে শিক্ষা গ্রহণ করে আগ্রায় চলে আসেন ফলে গোয়ালিয়র ঘরানার প্রভাব এই ঘরানায় পরিলক্ষিত হয়। এই ঘরানার বৈশিষ্ট্য রূপে ধ্রুপদাঙ্গীয় খেয়াল গীতরীতির প্রচলন আছে, বন্দিশ গায়নের পূর্বে নোম তোম বাণীর দ্বারা আলাপ করা হয়ে থাকে। শ্রুতি মধুর ও উদাত্ত কণ্ঠে লয়কারি সহযোগে গীত হয়। বোল ,বাট এবং লয়কারির উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।
ছোট খেয়ালে কাওয়ালির অনুকরণে বোল বানানোর সাথে গমকের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। এই ঘরানার প্রতিনিধি হিসেবে উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, নত্থন খাঁ ও তাঁর পুত্র বিলায়েৎ হুসেন খাঁ এবং ঘগ্‌গে খুদাবক্সের ভাইপো শের খাঁর শিষ্যা জোহরা বাঈ, খাদিম হুসেন , আনোয়ার হুসেন , লতাফৎ হুসেন ,শরাফৎ হুসেন, আলতাফ হুসেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অত্রৌলী ঘরানা - উত্তরপ্রদেশের আলীগড় থেকে প্রায় ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত অত্রৌলী ... এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী শান্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের ( ১৬০৫ - ১৬২৭ ) রাজত্বকালে তাঁদের ধর্মান্তরিত করা হয়। [শর্মা অমল দাশ পৃ ঃ ১৫৩] । আল্লাদিয়া খাঁর ( ১০ ই আগষ্ট ১৮৫৫ - ১৬ ই মার্চ ১৯৪৬ ) পূর্বপুরুষরা ... গওহর বাণীর ধ্রুপদ গাইতেন । পরে এঁরা মুস্‌লীম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং অত্রৌলীতে বসবাস শুরু করেন। ...
জয়পুরের নবাব কল্লন খাঁর দরবারে আশ্রিত হবার পর নবাবের প্রতি

আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ এই ঘরানা জয়পুর অত্রৌলী নামে পরিচিতি লাভ করে। [ঘোষাল বাসুদেব পৃ ঃ১৮৪] ।অত্রৌলী ঘরানার উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিরা হলেন জাহাঙ্গীর খাঁ, আল্লাদিয়া খাঁ , দৌলত খাঁ , হায়দার খাঁ, মঞ্জী খাঁ, আজমত হুসেন, ইনায়েৎ হুসেন, ওয়াজিদ হুসেন, নিবৃত্তি বুয়া সরনাইক ,ভাস্কর বুয়া বাখলে, কেসরবাই কেরকর, মল্লিকার্জুন মন্সুর, মঘুবাই কুর্ডীকর, কিশোরী আমনকর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। [রায়চৌধুরী বিমলাকান্ত পৃ ঃ ২০০ - ২০২ ]

**সহস্বান ঘরানা** - মেহবুব বক্স খাঁর পুত্র এনায়েৎ হুসেন (১৮৪৯ -১৯১৯) সংগীতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁর প্রধান শিক্ষাগুরু ছিলেন বাহাদুর সেন (সেনী)। [শর্মা অমল দাশ পৃ ঃ ২০৫ ] গোয়ালিয়র ঘরানার বিখ্যাত হদদু খাঁর মেয়ের সাথে এনায়েৎ হুসেন বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন এবং শ্বশুর মশাইয়ের কাছে গোয়ালিয়র ঘরানার তালিম পান। কল্লন খাঁর দুই পুত্র আশিক হুসেন ও মুস্তাক হুসেন বংশ পরম্পরায় কাওয়ালী গাইতেন এবং উত্তরপ্রদেশের বদায়ূনের কাছে অবস্থিত সহস্বান গ্রামে বাস করতেন এই গ্রামের নামানুসারে রামপুরের অপর একটি শাখা রামপুর সহস্বান ঘরানা নামে খ্যাতি লাভ করে। [ঘোষাল বাসুদেব পৃ ঃ১৮১] মুস্তাক হুসেনের মামার বাড়ি আতরৌলী গানের জগতে প্রসিদ্ধ।... মুস্তাক হুসেনের শিক্ষা নিসার হুসেনের ঠাকুরদা , রামপুরের দরবারের হায়দর খাঁর কাছে ... হয়। তবে খেয়ালে এঁর প্রকৃত গুরু ওস্তাদ এনায়েৎ হুসেন খাঁ। [মুখোপাধ্যায় কুমারপ্রসাদ পৃ ঃ ৯৩ ] পরবর্তীকালে এনায়েৎ হুসেনের মেয়ের সাথেও বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন মুস্তাক হুসেন এবং তিনি শ্বশুর মশাইয়ের কাছে তালিম নেন। এই ঘরানার উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন আলী হুসেন , মহম্মদ হুসেন, হায়দর খাঁ , ফিদা হুসেন খাঁ এবং তাঁর পুত্র নিসার হুসেন খাঁ, আশফাক হুসেন, সবদর ও অব্বর হুসেন, গুলাম মুস্তাফা , কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, নয়না দেবী, রাশিদ খাঁ [রায়চৌধুরী বিমলাকান্ত পৃ ঃ ১৮৪, ১৮৫ ] প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

**পাতিয়ালা ঘরানা -** পাতিয়ালা ঘরানার প্রবর্তক হলেন কালে খাঁ এবং জনক আলী বক্স্ ও ফতে আলী। দ্রুত লয়ে, তান (সপাট) করা হয়। এই ঘরানার বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা হলেন - আলি বক্সের পুত্র গুলাম আলি খাঁ এবং তাঁর পুত্র মুনাব্বর আলি খাঁ এবং মিঞা কালু খাঁ। বর্তমান কালে এই ঘরানার শিল্পীদের মধ্যে অজয় চক্রবর্তী , জগদীশ প্রসাদ , রেজা আলী খাঁ , প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

**আল্লাদিয়া খাঁর ঘরানা -** জয়পুরে ১৮৫৫ সালের ১০ ই আগষ্ট গুলাম আহ্মেদ খাঁ জন্মগ্রহণ করেন এবং জাহাঙ্গীর খাঁর কাছে তাঁর সংগীত শিক্ষা হয়। এই গুলাম আহ্মেদ খাঁ পরবর্তীকালে আল্লাদিয়া খাঁ নামে পরিচিতি লাভ করেন। ভারতীয় সংগীত ইতিহাসে তিনি 'জ্ঞান সম্রাট' নামে পরিচিত এবং উস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁর নামানুসারে এই ঘরানার নামকরণ হয় আল্লাদিয়া খাঁর ঘরানা। ১৯৪৬ সালের ১৬ ই মার্চ তিনি পরলোক গমন করেন। পরবর্তীকালে এই ঘরানার বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের মধ্যে আল্লাদিয়া খাঁর পুত্র মঞ্জী খাঁ, গোবিন্দ রাও, আজম বাঈ, মল্লিকার্জুন মন্সুর, কেসরবাঈ কেরকর প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ঘরানার প্রধান বৈশিষ্ট্য - এই প্রকার ঘরানার গায়কিতে তানের প্রাধান্য বেশি ও সামান্য বিস্তার করা হয়ে থাকে।

**দিল্লী ঘরানা -** সদারঙ্গ ও অদারঙ্গ এই ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা হলেও প্রবর্তকরূপে তানরস খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ঘরানার বৈশিষ্ট্য গুলি হল সুন্দর বন্দিশ, তান, গমক, বোলতান সহকারে জটিল লয়কারি প্রদর্শন। এই ঘরানার বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে তানরস খাঁয়ের পুত্র উমরাও খাঁ ও  মজফ্ফর খাঁ এবং তাঁর শিষ্য চাঁদ খাঁ ও গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে কৃষ্ণা বিস্ত এই ঘরানার বিশিষ্ট প্রতিনিধি।

**কিরানা  ঘরানা -** কিরানা ঘরানার প্রচলন কর্তা সম্পর্কে গোয়ালিয়রের হদ্দু খাঁর জামাতা বিশিষ্ট ধ্রুপদী ও বীণকার বন্দে আলী খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে আব্দুল করিম খাঁ (১৮৭২-১৯৩৭) এই ঘরানাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছে দেন।

এছাড়াও আব্দুল ওয়াহিদ খাঁ (১৮৮৫-১৯৪৯), সুরেশ বাবু মানে (১৯০২- ১৯৫৩), হিরাবাঈ বরোদেকর (১৯০৫-১৯৮৯), রোশনারা বেগম (১৯১৭- ৬/১২/১৯৮২), সরস্বতী রানে, গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল (১৯১৩- ২০০৬), ভীমসেন যোশী (১৯২২-২০১১), প্রভা আত্রে (জন্ম ১৩/৯/১৯৩২), রজব আলি খাঁ, বহরে বুয়া, সোয়াই গন্ধর্ব (১৯/১/১৮৮৬-১২/৯/১৯৫২) প্রমূখ শিল্পীদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ঘরানার বৈশিষ্ট্য গুলি হল - সুর ও স্বর বিস্তারের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান ।
বোলবাট বোলতান ও বিশেষ রূপে লয়কারীর কাজও করা হয়ে থাকে।

**বিষ্ণুপুর ঘরানা--**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাঁকুড়া জেলার একটি শহর বিষ্ণুপুর। যা হিন্দুস্থানী সংগীত চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। মধ্যযুগে শহরটি ছিল মল্লভূম্ রাজ্যের রাজধানী, যা ঐতিহাসিকদের মতে পূর্বভারতের অন্যতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। বিষ্ণুপুর মহাভারতের যুগ থেকে খ্যাতি লাভ করে আসছে। ১৭০৭ খ্রীঃ পর অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোঘল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে শুরু করে। ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসকেরা ভারতবর্ষে ক্ষমতা বিস্তার করে, এই সময়েই দিল্লীর দরবারে যে সমস্ত সংগীতজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা ভারতের দেশীয় রাজাদের দরবারে আশ্রয় লাভ করেন।
২য় শাহ আলমের দরবারের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ বাহাদুর খাঁ, বিষ্ণুপুরের রাজা ২য় রঘুনাথের রাজসভায় চলে আসেন। এই সময় থেকেই বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদের চর্চা শুরু হয় এবং ঐ স্থান ধ্রুপদ চর্চার একটি বড় কেন্দ্রতে পরিণত হয়। একসময় তাই বিষ্ণুপুর কে 'ছোট দিল্লী' নামে অভিহিত করা হত। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুর সংগীত সাধনার জন্য প্রসিদ্ধ। ২য় শাহ আলমের সময়েই দিল্লীর দরবারের সংগীতজ্ঞরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েন অর্থাৎ তাঁরা বিভিন্ন নবাব, রাজা ও জমিদারের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন।
এইরকম ভাবেই আনুমানিক ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে, তানসেন বংশের গায়ক বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরে আসেন। তিনি কেবলমাত্র কণ্ঠ সংগীত শিল্পীই ছিলেন তা নয়, তিনি বীণা, রবাব, সুরশৃঙ্গারের মতো বাদ্যযন্ত্রও দক্ষতার সাথে বাজাতে পারতেন। তাঁর সাথে

এসেছিলেন বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদক পীরবক্স। পরবর্তীকালে বাহাদুর খাঁ, নিজস্ব গায়ন শৈলীকে কেন্দ্র করে, তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা বিষ্ণুপুরে একটি ঘরানার সৃষ্টি করেন যা বিষ্ণুপুর ঘরানা নামে পরিচিত। (বিষ্ণুপুর ঘরানা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের একমাত্র ঘরানা যেটির কেন্দ্র ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য।)

তৎপরবর্তীকাল থেকেই এই ঘরানায় , বহু গুণী শিল্পীদের দ্বারা শাস্ত্রীয় (কণ্ঠ ও যন্ত্র) সংগীতের চর্চা হয়ে আসছে। এই ঘরানার উত্তর সাধকদের মধ্যে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এর সময় থেকেই এই ঘরানায় খেয়াল গাওয়া শুরু হয়।) গঙ্গাধর চক্রবর্তী, যদুভট্ট, অনন্তলাল চক্রবর্তী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর চার পুত্র গোপেশ্বর , রামপ্রসন্ন, সুরেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘরানার যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এছাড়াও রাধিকা মোহন গোস্বামী, ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোকুল নাগ, অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল নাগ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতা নাগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
এই ঘরানার শাস্ত্রীয় সংগীতের কিছু বৈশিষ্ট্য - এই ঘরানার শিল্পীরা আলাপের উপর বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এই আলাপ অতিরিক্ত অলংকরণ ব্যতিরেকে অত্যন্ত সহজ ভাবে করা হয়ে থাকে।

বিষ্ণুপুরে 'রামশরণ সংগীত মহাবিদ্যালয় 'নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে, যেখানে শাস্ত্রীয় সংগীতের শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং যা সংগীত গুরু রামশরণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রথমে এটি একটি সংগীত বিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৪৩ সাল থেকে মিউজিক কলেজ রূপে মান্যতা পায়। সর্বোপরি উল্লেখ্য যে - রামশরণ সংগীত মহাবিদ্যালয় শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয় সমগ্র ভারতেও সবচেয়ে প্রাচীন সংগীত বিদ্যালয় রূপে গণ্য করা হয়।